بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১২ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং মহররম মাসের নির্মম ঘটনার উল্লেখ করে বিশ্বশান্তির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ **গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক বা মুরাইসী'র** যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করব। এই গযওয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে আবার কেউ কেউ ৪র্থ বা ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র মতে এই যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। বনু খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা গোত্র বনু মুস্তালিকের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এর নাম গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক রাখা হয়েছে। এছাড়া এ গোত্রটি মুরাইসী নামক একটি কূপের নিকটে বসবাস করত বিধায় এর নামেও যুদ্ধের নামকরণ করা হয়। বনু মুস্তালিক গোত্র কুরাইশের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর কুরাইশরা তাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, তারা কুরাইশের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। সে অনুযায়ী তারা কুরাইশের সাথে উহুদের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের একটি কারণ হলো, বনু মুস্তালিক ইসলামের শত্রুতায় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। উহুদের যুদ্ধের পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় কারণ হলো, মক্কা থেকে যাতায়াতের রাজপথে বনু মুস্তালিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই এরা মক্কায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছিল। তৃতীয় কারণ হলো, বনু মুস্তালিকের নেতা হারেছ বিন আবী যিরার নিজের জাতি ও আরববাসীকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে এবং মদীনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করতে আরম্ভ করেছিল।

মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রথমে সতকর্তাস্বরূপ একজন সাহাবী **হযরত বুরাইদাহ্ বিন হুসায়েব আসলামী (রা.)**-কে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বনু মুস্তালিকের এলাকায় প্রেরণ করেন এবং যত দ্রুত সম্ভব ফেরত এসে প্রকৃত বিষয় তাঁকে অবগত করতে বলেন। তিনি সেখানে গিয়ে কৌশলে তাদের সাথে মিশে তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে ফেরত এসে বলেন, বনু মুস্তালিক অত্যন্ত জোরেশোরে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ডেকে শত্রুদের পরিকল্পনা উল্লেখ করে দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে **হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)** মতান্তরে **হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.)**-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। এরপর ৭০০ সাহাবী সম্বলিত ইসলামী সেনাদল নিয়ে মুরাইসী অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলমানদের কাছে মোট ত্রিশটি ঘোড়া ছিল যার মাঝে মহানবী (সা.)-এর

কাছে **'লিযায ও যারে'** নামক ২টি ঘোড়া ছিল। আর মুহাজিরদের কাছে ১০টি ঘোড়া ছিল। অবশিষ্ট অশ্বারোহী আনসারের মাঝ থেকে ছিলেন। এছাড়া বেশকিছু উটও ছিল। সাহাবীরা পালাক্রমে এসব বাহনে আরোহণ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ অভিযানে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বে ছিলেন **হযরত মাসঊদ বিন হুনাইদাহ্ (রা.)**। এ যুদ্ধে অনেক মুনাফিকও অংশগ্রহণ করেছিল; উল্লেখ্য এর পূর্বে এতো সংখ্যক মুনাফিক কোনো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেনি। মূলত যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, বরং তাদের দৃষ্টি ছিল মালে গনিমতের প্রতি, যা যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে অর্জিত হবে আর তারা এর অংশ পাবে— এই লোভেই তারা যুদ্ধযাত্রায় অংশ নিয়েছিল বলে জানা যায়।

যাত্রাপথে মুসলমানরা এক কাফির গুপ্তচরকে পেয়ে যায়, তাকে ধরে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে সোর্পদ করে। মহানবী (সা.) যাচাই বাছাই করার পর দেখেন, সে সত্যিই গুপ্তচর। প্রথমে তিনি (সা.) কাফিরদের ব্যাপারে তার কাছে কিছু সংবাদ জানতে চাইলে সে কিছুই বলে নি, বরং তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত রীতি ও রণনীতি মোতাবেক **হযরত উমর (রা.)** তাকে হত্যা করেন। অতঃপর সৈন্যদল পুনরায় বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বনু মুস্তালিকের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, তাদের অভিপ্রায় ছিল পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও সুকৌশলের কারণে তাদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় এবং তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের সাথে অন্য যেসব গোত্র যোগ দিয়েছিল তারাও মুসলমানদেরকে দেখে ভীতিসন্ত্রস্ত হয়ে স্ব স্ব এলাকায় ফেরত চলে যায়। তথাপি বনু মুস্তালিক যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাই সে অনুযায়ী তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মহানবী (সা.) মুরাইসী পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এ যুদ্ধাভিযানে **হযরত আয়েশা (রা.)** মতান্তরে **হযরত উম্মে সালমা (রা.)** মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী ও সহযাত্রী ছিলেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাংকেতিক বাক্য ছিল- **ইয়া মনসূর! আমিত আমিত** অর্থাৎ, **হে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি! হত্যা করো, হত্যা করো**। এর পেছনে প্রজ্ঞা এটিই ছিল যে, মুসলমান এবং কাফিরদের মাঝে পার্থক্য করতে যেন কোনো সমস্যা না হয় এবং রাতের অন্ধকারেও যেন মুসলমানরা একে অপরকে সহজেই চিনতে পারে। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করান। মুহাজিরদের পতাকা **হযরত আবু বকর (রা.)** মতান্তরে **হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র** হাতে এবং আনসারদের পতাকা **হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)'র** হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) **হযরত উমর (রা.)**-কে নির্দেশ দেন, যেন শত্রুদের উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়; কিন্তু মুশরিকরা এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয়নি।

এরপর মুশরিকদের এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তির নিক্ষেপ করে। এর বিপরীতে মুসলমানরাও তির নিক্ষেপ করেন। এভাবে কিছুক্ষণ পরস্পর প্রবল তির নিক্ষেপণ চলতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাহাবীরা তাদের ওপর সম্মিলিতভাবে চড়াও হন। যার ফলে মুশরিকরা কোথাও আর পালানোর সুযোগ পায়নি। তাদের মধ্য থেকে ১০জন নিহত হয় আর অবশিষ্ট প্রত্যেককে বন্দি

করা হয়। মুসলমানরা এভাবে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, তাদের পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফির ও একজন মুসলমান নিহত হওয়ার মাধ্যমে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় যা এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারত।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, 'আজ একজন শহীদ এবং আরো কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব। মহররমের বিষয়ে দোয়ার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এটি এক মর্মান্তিক ঘটনা ছিল, যেদিন অত্যাচার ও বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর স্নেহের দৌহিত্র এবং তাঁর বংশধরদের নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেরাও আজ পরস্পরের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। মহররমের মাসে শিয়া-সুন্নির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা বেড়েই চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অরাজকতা দূর করার লক্ষ্যে এক ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন আর তা হলো, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন। কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। হায় যদি তারা অনুধাবন করত! মহররম মাসের এই দিনগুলোতে আহমদীদের অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ ও মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) **টোগোর শহীদ মুকাররম বোনজা মাহমুদ সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন। গত ২১শে জুন সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে ঢুকে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। সন্ত্রাসীরা বোনজা মাহমুদের চিবুকের নিচে বন্দুক তাক করে গুলি চালায় এবং তার নাক ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়, ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদতবরণ করেন। হামলার পর পরিবারের অন্য সদস্যদের কোনো ক্ষতি না করে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। শহীদ মরহুম তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুজন স্ত্রী ও ১৪ সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দিন এবং স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তাদেরকে আবদ্ধ রাখুন। এরপর হুযূর ক্রমান্বয়ে **মুকাররম রশীদ আহমদ সাহেব, মুকাররম চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেব, মুকাররমা মনযুর বেগম সাহেবা** এবং **মুকাররম মাস্টার সাআদাত আশারাফ সাহেবের** সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের সবার আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে গায়েবানা জানাযার নামায পড়ান।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত